is nature, that conforms to mind.)

Criticism : Kant's critical theory of knowledge has also it defects and has been variously criticised. Firstly, Kant regard nowledge as composed of two heterogeneous factors, viz., matter an orms of knowledge. The matter of knowledge is given by experience hile the forms and categories are given by reason. But why shoul e matter of knowledge, which comes from experience, submit to the rms and categories of the mind ? If the two were homogeneous ne would be applicable to the other. But they are heterogeneous ant has not been able to explain satisfactorily how the two opposite ctors—sensation and reason—co-operate to give rise to knowledge. condly, Kant's theory of knowledge lands him in a *dualism* of enomena and noumena. According to Kant, we can only know

phenomena or appearances. Things-in-themselves which produce sensations in our mind are unknown and unknowable. We know that noumena or things-in-themselves exist, but we do not know what they are. But if we know only the phenomena, how can we ever say that noumena exist? Kant could not understand that noumenon expresses itself in and through the appearances. Thirdly, Kant's theory of knowledge leads him to *agnosticism*. We cannot know the nature of the things-in-themselves though they exist. This is agnosticism, and agnosticism is not a tenable position. If the noumenon is unknown and unknowable, as Kant holds, how do we know that sensations are produced in us by noumena? Kant's theory is, therefore, self-contradictory. Mind is an indivisible unity. There is an organic relation between the so-called distinct faculties advocated by Kant. But Kant's main thesis that "knowledge is both receptive and interpretative" remains true, and everybody agrees that a satisfactory theory of knowledge must be a modified form of Kantianism.

tion in p

সমালোচনা :

কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈচারিক মতবাদ (বিচারবাদ) অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদ অপেক্ষা উন্নত মতবাদ হলেও ত্রুটিমুক্ত নয় :

(১) কান্ট যে স্বয়ংসদ্‌বস্তুকে 'অস্তিত্বশীল' বলেও 'অজ্ঞাত' বলেছেন তা যুক্তিসম্মত নয়। কোন কিছুর অস্তিত্বের জ্ঞান হলে তাকে আর 'অজ্ঞাত' বলা যায় না। এমন ক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তটি হবে—'আমরা কেবল বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই জ্ঞাত হয়েছি, সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিনি, অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত না হলেও সে সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান আমাদের হয়েছে।' বিজ্ঞানেও অনেক তথ্য সম্পর্কে এ-প্রকার আংশিক জ্ঞানের উল্লেখ আছে। ইলেকট্রন্, প্রোটন্ প্রভৃতি সম্পর্কে এ-যাবৎ আহৃত জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও আংশিক হলেও বিজ্ঞান এমন বলে না যে, এদের আংশিক জ্ঞান হওয়ার জন্য তারা অজ্ঞাত।

(২) 'অজ্ঞাত' ও 'অজ্ঞেয়' শব্দদুটিকে একযোগে প্রয়োগ করেও কান্ট সঠিক কাজ করেন

নি। 'অজ্ঞাত' অর্থে আংশিকরূপে জ্ঞাত', কিন্তু 'অজ্ঞেয়' বলতে বোঝায় 'যে বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধ হওয়া সম্ভব নয়।' বাহ্যবস্তুকে 'অজ্ঞাত' বললে ক্ষতি নেই, কেননা তা আংশিকরূপে জ্ঞাত—কেবল 'অস্তিত্ব' সম্বন্ধে জ্ঞাত। কিন্তু যা 'সঠিক অর্থে অজ্ঞেয়' তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বোধ হতে পারে না। 'আকাশে এখনো একটা নক্ষত্র আছে (অস্তিত্বশীল) যা আমাদের অজ্ঞেয়'—এমন উক্তি অর্থহীন। যা প্রকৃত অর্থে অজ্ঞেয় তার সম্পর্কে কোন বিশেষণ প্রয়োগই সম্ভব হতে পারে না।

(৩) 'আমরা কেবল বস্তুর অবভাসকেই জানি, বস্তুস্বরূপকে জানতে পারি না'—কান্টের এ-কথা যুক্তিহীন। সত্ত্বা ও তার আভাস দুটি বিছিন্ন বিষয় নয়—উভয়ে মিলে এক সম্পূর্ণ সত্য। আভাস হচ্ছে সত্তারই আভাস এবং সত্তা আভাসের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায়। আগুনের প্রকাশ উত্তাপে। 'আমি উত্তাপ জেনেছি কিন্তু আগুনকে জানতে পারিনি'—এমন কথা যুক্তিহীন। আভাসকে জানলে সত্তাকেও জানা যায়, যদিও সে জ্ঞান অসম্পূর্ণ। কান্ট আভাস ও সত্তার মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে অহেতুক জটিলতার অবতারণা করেছেন।

(৪) কান্ট আকার ও প্রকারকে মননধর্মী বলেছেন, বস্তুধর্মী বলেননি। এমন ক্ষেত্রে মনের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর কোন মিল থাকে না, কেবল পার্থক্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিসদৃশ ও বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন সেতুবন্ধন রচিত হতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে বাহ্যবস্তু কোন ভাবেই মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম কথাই হল—বস্তুসত্তা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে আমাদের মনে অসংবদ্ধ নানা সংবেদনের সৃষ্টি করে। মন ও বাহ্যবস্তুর মধ্যে এ-প্রকার সম্বন্ধের ব্যাখ্যায় মানতে হয় যে মনের আকার ও প্রকারগুলি বাহ্যবস্তুতেও বস্তুধর্মরূপে আছে। এই দুই বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ মন ও বাহ্যসৎ বিষয়ের মধ্যে যে কোন বিরোধিতা থাকা সম্ভব নয়, পরবর্তিকালে হেগলে (Hegel) সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।